31 JUL 2008

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সমস্যাটা কোথায়

যাযাদি রিপোর্ট

স্বাভাবিক নিয়মে একজন ছাত্র আলিম পরীক্ষা দেয়ার দুই বছর পর ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আলিম ও ফাজিল পাসের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে মোহাম্মদ আবদুল জলিল মিএাজী নামে এক ছাত্র। আর এ ধরনের ঘটনা কীভাবে সম্ভব, মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছালেহ আহমেদ। এ পৃ ১৫ ›› ক ৪

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময় তিনি যায়যায়দিনের এক রিপোর্টারকে অপদস্থ করেন।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালে মহাখালী দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয় মোহাম্মদ আবদুল জলিল মিএাজী। তখন তার রোল ছিল ৪৩৯৭। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে ওই বছরই একটি জাল মার্কশিট ও সার্টিফিকেট উত্তোলন করে, যা ২০০১ সালে শনাক্ত হলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তৎকালীন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মুহম্মদ ইসলাম গণী মার্কশিট ও সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশ দেন।

সূত্রমতে, পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে একই মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় আবদুল জলিল। সে সময় তার রোল ছিল ৪৪০৮। কিন্তু তার ফাজিলের সার্টিফিকেটে দেখা যায়, একই রোল নম্বর নিয়ে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৯৯৬ সালে ফাজিলে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে।

বিষয়টি জানতে চাইলেই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছালেহ আহমেদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি যায়যায়দিনের এক রিপোর্টারকে মারতে তেড়ে আসেন। মাদ্রাসা বোর্ডের এ গোপন দলিল কীভাবে সংগ্রহ করা হলো তা তিনি জানতে চান। কিন্তু সূত্রের নাম না বলায় প্রথমে আটকে রাখার হুমকি দেন এবং পরে কাগজপত্র ছুড়ে ফেলে রুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুমকি দেন।

বিষয়টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফকে জানানো হলে তিনি গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, ছালেহ আহমেদ উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদে থাকা অবস্থায় সাংবাদিককে অপদস্থ করার কাজটি ঠিক হয়নি। তবে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরটি গোপনীয় শাখা। নির্ধারিত ফি দিয়ে আবেদন করে তবেই তথ্য জানতে হবে। কিন্তু কোনো সাংবাদিক তথ্য চাইলে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার কোনো বিধান নেই।

সার্টিফিকেট জালিয়াতির বিষয়ে চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়টি না দেখে বলা যাবে না। তবে মাদ্রাসা বোর্ডে কিছু জঞ্জাল আছে, যেগুলো সবাই মিলে সাফ করতে হবে।